আর্ন্তজাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী
১৭ অক্টোবর ২০০৪

২০০০ সালে গৃহীত সহস্রাব্দ ঘোষণা বাস্তবায়নে অর্জিত অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ জাতিসংঘ সদর দফতরে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মিলিত হবেন। কিন্তু সেই ঘটনার অনেক পূর্বে বর্তমানেই আমরা জানি সহস্রাব্দ ঘোষনার আটটি উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারিত সময় অর্থাৎ ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জন হলে একটি বড় পদক্ষেপ প্রয়োজন। আশার সঞ্চার করার মত কিছূ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। লক্ষ্যসমূহ উন্নয়ন সহযোগিতার ধরণ পাল্টে দিয়েছে। স্পষ্ট পরিমাপযোগ্য এবং সময়নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহের ব্যাপারে ব্যাপক ঐক্যমত শুধু 'ব্রেটন উডস" প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং জাতিসংঘের মধ্যেই নয়, বরং দাতা গোষ্ঠীর ব্যাপক অংশ এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো নিজেদের মধ্যেও এক অভূতপূর্ব সমন্বিত কার্যক্রমের সূচনা করেছে। লক্ষ্য অর্জনে প্রকৃত অগ্রগতির উপর এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহকে প্রধানত তিনটি দলে ভাগ করা যায়। প্রথম দলে রয়েছে এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকার অধিকাংশ অঞ্চল যারা চরম দারিদ্র অর্ধেকে নামিয়ে আনাসহ অন্যান্য সামাজিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। দ্বিতীয় দলে রয়েছে পশ্চিম এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়া অঞ্চলসমূহ, যারা কিছূ বিশেষ লক্ষ্য যেমনঃ সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে বেশ অগ্রগতি অর্জন করলেও দারিদ্র্য নিরসনে তেমন সাফল্য দেখাতে পারেনি। তৃতীয় দলে রয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলের স্বল্পোন্নত এবং আফ্রিকার সাব সাহারা অঞ্চলের দেশসমূহ, যারা অধিকাংশ লক্ষ্যের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অগ্রগতি অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের অর্জন ও ব্যর্থতার প্রকৃত পরিসংখ্যানগত চিত্র অংকন করতে গিয়ে আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের বিবেচ্য বিষয় সংখ্যা নয় বরং ব্যক্তি। বিদ্যালয়ের বাইরের কর্মে নিয়োজিত শিশু, এইডস এবং অন্যান্য প্রতিরোধযোগ্য ব্যাধিতে এতিম হওয়া শিশুরা, জন্মদানকালে মৃত্যুবরণ করা মা, পরিবেশ বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায়। দারিদ্র্য এবং অনুন্নয়ন এ সকল এবং আরও অন্যান্য ভয়াবহ প্রকাশকে অতিক্রম করা আমাদের ক্ষমতার মধ্যে। নির্ধারিত সময় থেকে দশ বছর পূর্বে লক্ষ্যসমূহ বাস্তবসম্মত এবং অর্জনযোগ্য মনে হচ্ছে।কিন্তু তা অর্জন করতে হলে উন্নত রাষ্ট্রগুলোর পক্ষ থেকে যে ধরণের সাহায্য, ঋণ মওকুফ এবং বাণিজ্য ছাড়ের কথা বলা হয়েছে তা আমাদের প্রয়োজন। একইভাবে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর পক্ষ থেকে তাদের উন্নয়ন কর্মসূচীসমূহকে পুনঃসমন্বয় করার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আবশ্যক। দারিদ্র্য বিমোচনের এই আন্তর্জাতিক দিবসে আমি সকল রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনের আহবান জানাচ্ছি।এবং বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে আগামী বছরের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে কেবল আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত না করে, বরং বিশ্বের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা এবং কল্যাণ অর্জনের প্রচেষ্টায় নব রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চারের উপলক্ষ্য তৈরী করার আহবান জানাই।

* ** *